সংবাদ

তারিখ ... 27 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...৪...

# কোচিং-প্রাইভেট বাণিজ্যে জিম্মি শিক্ষার্থী ও অভিভাবক!

**সরওয়ার জাহান, পীরগঞ্জ (রংপুর)**

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকরা ওই সেন্টারের সাথে জড়িত থাকায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যায়রত শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কোচিং ও প্রাইভেট বাণিজ্যের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাশ করার চেয়ে কোচিং সেন্টারে ক্লাশ করতে আগ্রহী বেশি। জানা গেছে, এক শ্রেণীর সুবিধা ভোগী শিক্ষক-সরকারের নিষেধাজ্ঞা ও চাকরি বিধি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়ম নীতিকে উপেক্ষা করে দেদারছে কোচিং বাণিজ্যে চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে শিক্ষিত বেকার যুবকরাও। তাঁরা পাবলিক পরীক্ষা সমূহে ভালো ফরাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের ছবি সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন বিজ্ঞাপন, লিফলেট বিতরণকরা ছাড়াও মাইকে চটকধরক প্রচারনা চালিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আকৃষ্ট করে মোটা অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের কোচিং ও প্রাইভেটের টাকা জোগান দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে অভিভাবকদের।

**পীরগঞ্জ**

কোচিং সেন্টারে বিষয়ভিত্তিক মাসিক নির্দিষ্ট অংকের টাকা ছাড়াও ভর্তি ফি সহ নানান ফি দেখিয়ে প্রথমেই মোটা অংক হাতিয়ে নেয়া হয়। ওইসব কোচিং সেন্টারে ভাড়া নেয়া রুমে গাঁদাগাঁদী করে ক্লাশ নেয়া হয়ে থাকে। কোন কোন কোচিং সেন্টারে মাসিক বেতন ৭'শ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত। প্রাইভেটের দৃশ্যপট আরও ভয়ংকর। এক সাথে ২৫ থেকে ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ১ টি ব্যাচ করেন প্রাইভেট শিক্ষকরা। বাংলা, ইংরেজী ও সাধারণ অংকের শিক্ষক ছাড়াও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা সাধারণত বিষয়ভিত্তিক প্রাইভেট পড়ান। কোন কোন শিক্ষক আবার ক্রিকেটার সাকিব-মাশরাফির মতো অল রাউন্ডার। তারা সব বিষয়েই প্রাইভেট পড়ান। এই অল রাউন্ডার শিক্ষকদের মাসিক বেতন অন্যান্য শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশী। আমরা এযাবত জেনে এসিছি ৩০ দিনে ১'মাস হয়। প্রাইভেটে পড়ার ক্ষেত্রে মাসের হিসেব অন্য রকমের। এক্ষেত্রে ১ ঘন্টায় ১ দিন এবং সর্বোচ্চ ১২ দিনে ১২ ঘন্টায় ১ মাস ধরা হয়। ওইসব শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে যাবার আগে সকালেই ২ থেকে ৩ ব্যাচ শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়িয়ে বিদ্যালয়ে যান। ছুটির পর আবারও। এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়র শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও। ভুক্তভোগী অভিভাবকগন জানায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঠিকমতো লেখাপড়া হলে কোচিং ও প্রাইভেটের প্রয়োজন হতো না। পাশাপাশি আমরাও ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ চালাতে হিমশিমে পড়তাম না। বর্তমানে ২ মণ ধান বিক্রি করে ছেলেমেয়েদের ১ মাসের প্রাইভেট বা কোচিং এর বেতন দেয়া যায় না। আমাদের সংসার চলবে কি করে? এ অবস্থা চলতে থাকলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে ছেলেমেয়েদের পড়া লেখার পাঠ চুকিয়ে দিতে হবে।

উপজেলা ১৫টি ইউনিয়নে, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সরকারি, বেসরকারী কলেজ, মাদ্রাসা, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলসহ ৩ শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য প্রাইভেট পড়া ও কোচিং সেন্টার রয়েছে এর দ্বিগুনের বেশী। কোচিং করার প্রবণতা বেড়ে যায় পাবলিক পরীক্ষাগুলো শুরুর ৬ মাস আগে থেকে। প্রাইভেট পড়া চলে সারা বছর ধরে। নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাইভেট পড়া নিষিদ্ধ থাকায় শিক্ষরাও কৌশল পাল্টিয়েছে। তারা বাড়িতে কিংবা উপজেলা সদরসহ বিভিন্ন বন্দরে রুমভাড়া নিয়ে দেদারছে চালাচ্ছেন তাদের কারবার। শিক্ষকদের প্রাইভেটে পড়ার রুম দেখে মনে হয় যেন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেনী কক্ষ। সেখানে ১ ব্যাচের ঘন্টা শেষ হবার আগেই পরবর্তী ব্যাচের শিক্ষার্থীরা হাজির। উপজেলার বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ও শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ার স্থান সরেজমিন ঘুরে প্রাইভেট ও কোচিং বাণিজ্যের স্বর্গরাজ্য চলার এ দৃশ্য দেখা গেছে।

ক'বছর আগে প্রইভেটের বেতন ছিলো ১শ' থেকে ১৫০ টাকা করে। সরকার শিক্ষকদের বেতন ভাতাদী বৃদ্ধিকরার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েগেছে ৩ থেকে ৪ গুণ বেতন বেড়েছে প্রাইভেটের। কোচিং সেন্টারে বেতন বৃদ্ধির হার আরও বেশি। ফলে উপজেলার গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অভিবাবক, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনসহ সুশিল সমাজের নেতৃবৃন্দর মতে-শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বর্গকে নিজ-নিজ উদ্যোগেই মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষাকে পণ্য এবং শিক্ষা দেয়াকে বাণিজ্য হিসেবে না ভেবে অধিকার ও সেবা দেয়ার মানসিকতা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা এগিয়ে আসলেই এ অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব। এব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মাহাতাব হোসেন বলেন, আমাদের জনবল কম। তারপরও আমরা সরকার ঘোষিত প্রজ্ঞাপনের যথাযথভাবে বাস্ড়বায়নে কাজ করে যাচ্ছি। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকরা যদি সরকারের প্রজ্ঞাপন উপেক্ষা করে কোচিং ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রইভেট পড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ হলে তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক কঠোর ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।